তারিখ 20 AUG 2016 পৃষ্ঠা ১৯ কলাম ২

সমকাল

বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক দ্বন্দ্ব চরমে

■ পুলক চ্যাটার্জি, *বরিশাল ব্যুরো*

বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় (ববি) শিক্ষকদের দুই গ্রুপের দ্বন্দ্ব চরম আকার ধারণ করেছে। অভ্যন্তরীণ স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে এখন প্রকাশ্যে মুখোমুখি অবস্থান নিয়েছেন তারা। বিবদমান শিক্ষকদের দুই গ্রুপের নেতৃত্বে রয়েছেন ইংরেজি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক পদত্যাগী সভাপতি আরিফ হোসেন ও সাবেক সভাপতি মার্কেটিং বিভাগের সহকারী অধ্যাপক আব্দুল কাইউম। উভয় পক্ষই পরস্পরের বিরুদ্ধে গুরুতর নানা অভিযোগ তুলেছেন।

গত মার্চে প্রতিপক্ষের চাপের মুখে শিক্ষক সমিতি থেকে পদত্যাগ করেন বর্তমান কমিটির সাধারণ সম্পাদকসহ চারজন। একই ঘটনা ঘটেছে গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায়। ওই দিন বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত শিক্ষক সমিতির সাধারণ সভায় পদত্যাগী সভাপতি ও সাবেক সভাপতি পক্ষের মধ্যে তুমুল বাকবিতণ্ডার মুখে পদত্যাগ করেন সভাপতি আরিফ হোসেন ও তার অনুসারী কার্যকরী কমিটির তিন শিক্ষক। তারা হলেন, সহ-সভাপতি অর্থনীতি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক জ্যোতির্ময় বিশ্বাস, কার্যকরী সদস্য লোকপ্রশাসন বিভাগের সহকারী অধ্যাক রাশেদ মোশারফ ও হিসাব বিজ্ঞান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক সুজন চন্দ্র পাল। এর আগে গত মার্চে পদত্যাগ করেন সমিতির সাধারণ সম্পাদক প্রভাষক জামাল উদ্দিন, সঞ্জয় সরকার, রাশেদ মোশারফ ও শারমিন আক্তার।

দুই দফায় সভাপতি সম্পাদকসহ ৮ জনের পদত্যাগ

সূত্র জানায়, উভয় গ্রুপই আওয়ামীপন্থি শিক্ষক হলেও গত ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে পরাজিত গ্রুপ বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ে অধিক শক্তিশালী হয়ে পড়ায় কোণঠাসা হয়ে পড়ে নির্বাচিত গ্রুপ। ফলে নির্বাচিত শিক্ষক সমিতি এখন প্রায় অকার্যকর হয়ে পড়েছে।

দায়িত্বশীল একটি সূত্র জানায়, বৃহস্পতিবার বিকেলে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির এক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় একমাত্র আলোচ্য বিষয় ছিল বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের অভিন্ন পদোন্নতি ও নিয়োগ নীতিমালা বিষয়ে সুপারিশ প্রণয়ন। কিন্তু সভার শুরুতে বর্তমান শিক্ষক সমিতির প্রতিপক্ষ গ্রুপের অন্যতম নেতা ভারপ্রাপ্ত প্রক্টর শফিউল হক জাতীয় শোক দিবসে শিক্ষক সমিতি কেন কোনো কর্মসূচি গ্রহণ করেনি এ ব্যাপারে সভাপতির সুস্পষ্ট বক্তব্য চান।

সূত্র মতে, এজেন্ডাবহির্ভূত বিষয় নিয়ে আলোচনা করা নিয়ে সভায় হট্টগোল বাধে। পদত্যাগী সভাপতি অধ্যাপক আরিফ হোসেন বলেন, এজেন্ডার বাইরের বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে তিনি বাধা দেওয়ায় বিগত নির্বাচনে পরাজিত গ্রুপ তাকেসহ সমিতির নির্বাচিত কর্মকর্তাদের সঙ্গে ■ পৃষ্ঠা ৪ : কলাম ৩

বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ে

[১৯ পৃষ্ঠার পর]

অশালীন আচরণ করেন। তিনি অভিযোগ করেন, ববি শিক্ষকদের মধ্যে অনেকেই এখন খোলস পাল্টে আওয়ামীপন্থি হয়েছেন। অথচ অনেকের বিরুদ্ধেই জামায়াত, হিযবুত তাহরীর এবং বিএনপি সংশ্লিষ্টতার অভিযোগ আছে। তারা বঙ্গবন্ধু এবং আওয়ামী লীগের অতিমাত্রায় ভক্তি দেখিয়ে পরিবেশ ঘোলাটে করতে চায়। ওই গ্রুপটির নেতিবাচক কর্মকাণ্ডের প্রতিবাদে তিনিসহ কমিটির চারজন পদত্যাগ করেছেন বলে জানান আরিফ হোসেন।

অপরদিকে শিক্ষক সমিতির সভাপতি মার্কেটিং বিভাগের সহকারী অধ্যাপক আবদুল কাইউম সমকালকে বলেন, বৃহস্পতিবারের সভায় শিক্ষক সমিতির সভাপতিসহ মাত্র চারজন উপস্থিত ছিলেন। জাতীয় শোক দিবসে কর্মসূচি না থাকার বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করতে চাইলে সভাপতি উত্তেজিত হয়ে পড়েন। বর্তমান কমিটি শিক্ষকদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কোন বিষয়ে পদক্ষেপ নিতে ব্যর্থ হওয়ায় সাধারণ শিক্ষকদের চাপের মুখে তারা পদত্যাগ করেন। এ ঘটনা নিয়ে যদি অন্য কোন অভিযোগ করা হয়ে থাকে তা অতিরঞ্জিত এবং মিথ্যা।

এ প্রসঙ্গে বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ইমামুল হক সমকালকে বলেন, যেহেতু সমিতিতে সভাপতি-সাধারণ সম্পাদকসহ ৮ জন নেই। ফলে অনিবার্যভাবে এ সমিতি অকার্যকর হয়ে পড়েছে। এখন শিক্ষকরাই সিদ্ধান্ত নেবেন তারা কীভাবে সমিতি পরিচালনা করবেন।